

শব্দার্থ ও টীকা

পাঠ-১ : বোর্ডবইয়ের শব্দার্থ ও টীকা

(জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ড প্রকাশিত 'সপ্তবর্ণা' বইটি দেখ)

পাঠ-২ : বোর্ডবইয়ের অতিরিক্ত শব্দার্থ ও টীকা

| | |
|----------|---|
| কহিয়া | - বলিয়া, বলে। |
| দরোয়ান | - দারোয়ান, দ্বাররক্ষক, দরজার প্রহরী। |
| অতিদ্রুত | - খুব জলদি, অতি তাড়াতাড়ি। |
| ধারে | - পার্শ্ব, কাছে, নিকটে। |
| চিৎকার | - উচ্চ স্বর, চোঁচানি, কোলাহল, চোঁচামেচি। |
| চিহ্ন | - ছাপ, প্রতিচ্ছবি, দাগ, লক্ষণ, নিদর্শন, নিশানা, ইঙ্গিত। |
| সন্দেহ | - সংশয়, আশঙ্কা, ভয়। |
| ব্যস্ত | - প্রকাশ পেয়েছে এমন, প্রকাশিত। |
| অভিজ্ঞতা | - সাধনা বা বহুদর্শিতা দ্বারা লক্ষ্য জ্ঞান। |
| ক্ষুদ্র | - ছোট, হ্রস্ব, সামান্য, সংকীর্ণ, অপ্রশস্ত। |
| পরিপূর্ণ | - ভরপুর, সামগ্রিকভাবে পূর্ণ, টাইটসুর। |
| প্রত্যহ | - প্রতিদিন, রোজ রোজ, দিন দিন। |
| ঘুষ | - উৎকোচ, অবৈধ সহায়তার জন্য প্রদত্ত গোপন পারিতোষিক। এখানে উপটোকন অর্থে বোঝানো হয়েছে। |
| অধিকার | - দখল, আয়ত্ত, উপযুক্ততা, যোগ্যতা। |

| | |
|----------|---|
| অনাবশ্যক | - অদরকার, অপ্রয়োজন, বেদরকার। |
| কাল্পনিক | - মনগড়া, অলীক, অবাস্তব। |
| প্রকাণ্ড | - বিশাল, মস্ত, অতিশয় বড়, অত্যন্ত বৃহৎ। |
| অপরিচিত | - অজানা, অচেনা, অজ্ঞাত। |
| শঙ্কিত | - ভীত, শঙ্কায়ুক্ত। |
| স্বভাব | - স্বপ্রকৃতি, চরিত্র, আচরণ। |
| সম্বন্ধে | - সম্পর্কে। |
| সম্পূর্ণ | - পুরোপুরি, পরিপূর্ণ, সমস্ত, সমগ্র। |
| দৃষ্টি | - নজর, লক্ষ। |
| কৌতূহলী | - উৎসুক, নতুন কিছু জানার জন্য আগ্রহী। |
| অস্বীকার | - অসম্মতি, অমান্যকরণ, প্রত্যাখ্যান, লঙ্ঘন। |
| সাংঘাতিক | - ভয়ানক, মারাত্মক, ভীষণ। |
| অপরাধ | - দোষ, ত্রুটি, আইনবিরুদ্ধ কাজ, দণ্ডনীয় কর্ম। |
| ইতস্তত | - দ্বিধা, সজ্জাচ, করব কি না করব এরূপ ভাব। |
| উদ্যত | - প্রবৃত্ত, নিরত, উদ্যোগী, উদ্যমশীল। |
| চিরকাল | - অনন্তকাল, সর্বযুগ, আজীবন, বরাবর। |
| মেওয়া | - বেদানা, ডালিম, আড়ুর, বাদাম প্রভৃতি ফল। |
| সওদা | - ক্রয়, কেনা, খরিদ, পণ্য বোচাকেনা, বেনাতি। |

বানান সতর্কতা (যেসব শব্দের বানান ভুল হতে পারে)

রবীন্দ্রনাথ, কাবুলিওয়ালা, দণ্ড, পার্শ্ব, উচ্চারণ, উর্ধ্বশ্বাস, অন্তঃপুর, হাঁটু, অনর্গল, স্বশুরবাড়ি, দুরবস্থা, নিঃসংশয়, কৌতূহলী, মিথ্যাপূর্বক, উদ্দেশ্যে, মুহূর্ত, কৌতুকহাস্য, ইতস্তত, তৎক্ষণাৎ, স্মরণ, লড়কি, ক্ষুদ্র, কর্ণপাত, বধূবেশিনী, সলজ্জভাবে, দীর্ঘনিশ্বাস, কল্যাণ।

কর্ম-অনুশীলনমূলক কাজের সমাধান শিক্ষকের সহায়তায় নিজে করি

ক ▶ সাধু রীতিতে লেখা ১০টি গল্পের তালিকা তৈরি কর। (একক কাজ) ● বোর্ড বইয়ের পৃষ্ঠা-৭

উত্তর :

| লেখকের নাম | গল্পের নাম |
|----------------------------|------------------------------|
| ত্রৈলোক্যনাথ মুখোপাধ্যায় | বিদ্যাধরীর অরুচি |
| রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর | খোকাবাবুর প্রত্যাবর্তন, ছুটি |
| প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায় | বলবান জামাতা |
| শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় | অতিথি |
| বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায় | পুঁইমাচা |
| বলাইচাঁদ মুখোপাধ্যায় | ক্যানভাসার, কৃষ্ণলাল |
| তারাকান্ত বন্দ্যোপাধ্যায় | কালাপাহাড় |
| মাহবুবুল আলম | কোরবানী |

খ ▶ পাঠ্য বইয়ের ১টি করে সাধু ও চলিত রীতির গদ্য অবলম্বনে রীতি দুটোর ৫টি পার্থক্য বের কর। (দলীয় কাজ) ● বোর্ড বইয়ের পৃষ্ঠা-৭

উত্তর : * সাধু রীতিতে গল্প - কাবুলিওয়ালা।

* চলিত রীতিতে লেখা গল্প - পাখি।

রীতি দুটোর পার্থক্য

| সাধু রীতি | চলিত রীতি |
|--|--|
| ১. সাধু ভাষা গুরুগম্ভীর ও তৎসম শব্দবহুল। যেমন- "আমি মিনির অমূলক ভয় ভাঙাইয়া দিবার অভিপ্রায়ে তাহাকে অন্তঃপুর হইতে ডাকাইয়া আনিলাম।" | ১. চলিত ভাষা চটুল এবং তদ্ভব, দেশি, বিদেশি শব্দবহুল। যেমন- "ইস, আমার যদি একটা এয়ারগান থাকত।" |
| ২. সাধু ভাষায় সর্বনাম ও ক্রিয়াপদের পূর্ণ রূপ ব্যবহৃত হয়। যেমন- "সে আমার গা ঘেষিয়া দাঁড়াইয়া রহিল।" | ২. চলিত ভাষায় সর্বনাম ও ক্রিয়াপদের সংক্ষিপ্ত রূপ ব্যবহৃত হয়। যেমন- "দেখিস কেউ যেন টের না পায়।" |

| | |
|--|---|
| ৩. সাধু ভাষায় অনুসর্গের পূর্ণ রূপ ব্যবহৃত হয়। যেমন- ডাকিতে ডাকিতে মিনি ঘর হইতে বাহির হইয়া আসিল। | ৩. চলিত ভাষায় অনুসর্গের সংক্ষিপ্ত রূপ ব্যবহৃত হয়। যেমন- দৌড় খেলার জন্য রোজ অভ্যাস করত। |
| ৪. সাধু ভাষা কৃত্রিম ও প্রাচীন বৈশিষ্ট্যের অনুসারী। | ৪. চলিত ভাষা স্বাভাবিক ও বাস্তব অনুসারী। যেমন- 'বলবেন হয়তো', 'ছুসনা ওটাকে।' |
| ৫. সাধুরীতিতে সম্বন্ধ ও সমাসবন্ধ পদের ব্যবহার বেশি। যেমন- কাবুলিওয়ালা তাহার পদতলে বসিয়া হাস্যমুখে শুনিতোছে এবং মধ্যে মধ্যে প্রশংসাক্রমে নিজের মতামতও ব্যক্ত করিতেছে। | ৫. চলিতরীতিতে সম্বন্ধ ও সমাসবন্ধ পদ ভেঙে ভেঙে ব্যবহার করা হয়। যেমন- 'আমি রোজ রোজ সেরে উঠছি।' |

গ ▶ সাধু রীতির একটি অনুচ্ছেদ চলিত রীতিতে রূপান্তর কর।

● বোর্ড বইয়ের পৃষ্ঠা-৭

উত্তর :

সাধুরীতি : দেখিলাম, কাগজের উপর একটি ছোট হাতের ছাপ। ফটোগ্রাফ নহে, তেলের ছবি নহে, হাতে খানিকটা ভূষা মাখাইয়া কাগজের উপরে তাহার চিহ্ন ধরিয়া লইয়াছে। কন্যার এই স্মরণ চিহ্নটুকু বুকের কাছে লইয়া রহমত প্রতিবৎসর কলিকাতার রাস্তায় মেওয়া বেচিতে আসে।

চলিতরীতিতে রূপান্তর : দেখিলাম, কাগজের ওপর একটি ছোট হাতের ছাপ। ফটোগ্রাফ নয়, তেলের ছবি নয়, হাতে খানিকটা ভূষা মাখিয়ে কাগজের ওপর তার চিহ্ন ধরে নিয়েছে। মেয়ের এই স্মৃতিচিহ্নটুকু বুকের কাছে নিয়ে রহমত প্রতি বছর কলকাতার রাস্তায় মেওয়া বেচতে আসে।



অনুশীলন



সেরা পরীক্ষাপ্রস্তুতির জন্য 100% সঠিক ফরম্যাট
অনুসরণে সর্বাধিক সৃজনশীল ও বহুনির্বাচনি প্রশ্নোত্তর

শিক্ষার্থী বন্ধুরা, তোমাদের সেরা প্রস্তুতির জন্য এ গদ্যের গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্নোত্তরসমূহকে অনুশীলনী, সৃজনশীল ও বহুনির্বাচনি— এ তিনটি অংশে শিখনফলের ধারায় উপস্থাপন করা হয়েছে। সৃজনশীল ও বহুনির্বাচনি অংশে মাস্টার ট্রেনার প্যানেল প্রণীত প্রশ্নোত্তরের পাশাপাশি মূল পরীক্ষার প্রশ্নোত্তর সংযোজন করা হয়েছে।



অনুশীলনীর প্রশ্নোত্তর



পাঠ্যবইয়ের প্রশ্নের উত্তর শিখি



বহুনির্বাচনি প্রশ্নোত্তর



সঠিক উত্তরটির বৃত্ত (●) ডরাট কর :

১. 'কাবুলিওয়ালার' গল্পে শক্তিকৃত স্বভাবের মানুষটি কে?
 (ক) রহমত (খ) মিনির মা
 (গ) রামদয়াল (ঘ) মিনির বাবা
২. মিনির বাবার মনে একটু ব্যথা বোধ হয়েছিল কেন?
 (ক) মিনি শ্বশুরবাড়ি যাচ্ছে বলে
 (খ) রহমতকে কারাগারে যেতে দেখে
 (গ) মিনির সাথে রহমতের দেখা না হওয়ায়
 (ঘ) রহমতের মেয়ের কথা ভেবে

■ উদ্দীপকটি পড়ে ৩ ও ৪ নম্বর প্রশ্নের উত্তর দাও :

ফাতেমা চৌধুরী অফিসে যাওয়ার পথে প্রায়ই একটি পথশিশুকে রাস্তায় শুয়ে থাকতে দেখেন। একদিন তিনি ছেলেকে কিছু খাবার দিতে চাইলে সে ভয়ে পালিয়ে যায়। কয়েকদিনের চেষ্টায় ছেলেটি তার সাথে নানা গল্পে মেতে উঠে। এখন প্রায়দিনই তিনি ছেলেটির জন্য বাসায় তৈরি খাবার নিয়ে আসেন। তবে কখনো তার দেখা না পেলে খুব চিন্তিত হয়ে ওঠেন।

৩. উদ্দীপকের ফাতেমা চৌধুরীর সাথে 'কাবুলিওয়ালার' গল্পের কোন চরিত্রের মিল আছে?
 (ক) রহমত (খ) রামদয়াল
 (গ) লেখক (ঘ) মিনি
৪. উদ্দীপকে 'কাবুলিওয়ালার' গল্পের কোন দিকটি ফুটে উঠেছে?
 i. সন্তান বাৎসল্য
 ii. সহমর্মিতা
 iii. সহযোগিতা
 নিচের কোনটি সঠিক?
 (ক) i ও ii (খ) i ও iii (গ) ii ও iii (ঘ) i, ii ও iii



সৃজনশীল প্রশ্ন ও উত্তর



■ প্রশ্ন ১। উদ্দীপক-১ : নতুন দারোয়ান সামাদ মিয়ার সাথে ছেলের বেশি ভাব-বন্ধুত্ব কিছুতেই মেনে নিতে পারেন না আবীরের মা। তিনি স্বামীকে বোঝান— বিভিন্ন ফন্দি করে অনেক মানুষ এখন অন্যের বাচ্চা চুরি করে। সামাদ মিয়াও তো একদিন তেমন কিছু করে বসতে পারে।
 উদ্দীপক-২ : বারো বছর আগের ছোট্ট আবীর আজ কলেজ থেকে ফেরার পথে সড়ক দুর্ঘটনায় হাসপাতালে। রক্তের জন্য বাবা-মা বিভিন্ন জায়গায় যোগাযোগ করছেন। খবর পেয়ে সামাদ মিয়া ছুটে এসে হাউমাউ করে কাঁদতে কাঁদতে বলেন— 'সাহেব, আবীর বাবার জন্য আমার সব রক্ত নেন, আমার নিজের ছেলেরে হারাইছি, ওরে হারাইলে আমি বাঁচুম না।'



- ক. কাবুলিওয়ালার মলিন কাগজটিতে কী ছিল? ১
- খ. রহমতকে কারাবরণ করতে হয়েছিল কেন? ২
- গ. উদ্দীপক-১ অংশে 'কাবুলিওয়ালার' গল্পের কোন দিকটি প্রকাশ পেয়েছে— ব্যাখ্যা কর। ৩
- ঘ. "উদ্দীপকের সামাদ মিয়া যেন 'কাবুলিওয়ালার' গল্পের মূল ভাবকেই ধারণ করে আছে।"— বিশ্লেষণ কর। ৪

১নং প্রশ্নের উত্তর

- ক. কাবুলিওয়ালার মলিন কাগজটিতে তার মেয়ের ছোট হাতের ছাপ ছিল।
- খ. লেখকের প্রতিবেশীকে সাংঘাতিক আঘাত করার অপরাধে রহমতকে কারাবরণ করতে হয়েছিল।
- গ. লেখকের এক প্রতিবেশী রামপুরী চাদরের জন্য রহমতের কাছে সামান্য ঋণগ্রস্ত ছিল। কিন্তু প্রতিবেশী মিথ্যা কথা বলে সেই দেনা অস্বীকার করে। এ নিয়ে সেই লোকের সঙ্গে ঝগড়া করতে করতে রহমত তাকে ছুরি দিয়ে আঘাত করে। আর এই অপরাধ করার কারণে তার কয়েক বছরের কারাদণ্ড হয়।
- ঘ. উদ্দীপক-১ অংশে 'কাবুলিওয়ালার' গল্পের মিনির মায়ের শঙ্কার বিষয়টি প্রকাশ পেয়েছে।
- শিশু পাচারকারীরা শিশুদের খাবার, খেলনা প্রভৃতি দিয়ে বশ করে। তারপর সুযোগ বুঝে শিশুদের তারা চুরি করে এবং পাচার করে দেয়। এদের ভয়েই বাবা-মা শিশুদের বাইরের কারও সংস্পর্শে যেতে দেন না।
- ক. 'কাবুলিওয়ালার' গল্পে মিনির মা মিনির প্রতি কাবুলিওয়ালার যে মেহ, সেটি নিয়ে শক্তিকৃত ছিলেন। কাবুলিওয়ালার রহমত সম্পর্কে তিনি একেবারে নিঃসংশয় ছিলেন না। তাই মিনির বাবাকে বলেছিলেন তার প্রতি বিশেষ দৃষ্টি রাখতে। মিনির মায়ের মতোই উদ্দীপকের আবীরের মা-ও শক্তিকৃত ছিলেন ছেলের সঙ্গে নতুন দারোয়ানের বন্ধুত্ব নিয়ে। কারণ তিনি জানতেন অনেক মানুষই বিভিন্ন ফন্দি করে বাচ্চা চুরি করে পালিয়ে যায়। এ কারণে তিনি সামাদ মিয়াকে বিশ্বাস করতে পারেননি। তাই বলা যায় যে, উদ্দীপক-১ অংশে আলোচ্য গল্পের মিনির মায়ের শঙ্কার বিষয়টি প্রকাশ পেয়েছে।
- ঘ. "উদ্দীপকের সামাদ মিয়া যেন 'কাবুলিওয়ালার' গল্পের মূলভাবকেই ধারণ করে আছে।"— মন্তব্যটি যথার্থ।
- ক. সন্তানের প্রতি ভালোবাসা, মমত্ববোধ সব পিতা-মাতার অন্তরেই বিরাজ করে। কেবল নিজের সন্তানই নয়, অন্যের সন্তানের প্রতিও তাদের মেহ-মমতার প্রকাশ ঘটে নানা পরিবেশ-পরিম্বিতিতে। অনেক পিতা-মাতা নিজ সন্তানকে হারিয়ে অন্যের সন্তানের মাঝে তার সন্তানকে খুঁজে ফেরেন।
- গ. 'কাবুলিওয়ালার' গল্পে রহমত তার ছোট্ট মেয়েটির কাছ থেকে দূরে থাকায় মিনির মাঝেই যেন তার সাদৃশ্য খুঁজে পায়। মনিকে তাই নিজ সন্তানের মতোই ভালোবাসে। মিনির জন্য সে পেস্তা বাদাম, কিশমিশ নিয়ে আসে। এমনকি দীর্ঘদিন পর জেল থেকে ছাড়া পেয়ে আকুল হয়ে ছুটে আসে মনিকে দেখতে। উদ্দীপকের সামাদ মিয়াও মালিকের ছেলে আবীরকে নিজ সন্তানের মতোই মেহ করে। তাই আবীরের দুর্ঘটনার খবর শুনে সে পাগলের মতো ছুটে আসে।
- ঘ. উদ্দীপকের সামাদ মিয়ার মধ্যে একজন পিতার এই মেহপ্রবণতাই প্রকাশিত হয়েছে। অন্যদিকে 'কাবুলিওয়ালার' গল্পের মিনির পিতা ও কাবুলিওয়ালার মধ্য দিয়ে একজন পিতার মেহপ্রবণ মন ও মানসিকতারই প্রকাশ ঘটে, যা 'কাবুলিওয়ালার' গল্পের মূলভাব। তাই বলা যায়, উদ্দীপকের সামাদ মিয়া যেন 'কাবুলিওয়ালার' গল্পের মূলভাবকেই ধারণ করে আছে।